তারিখ 08 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংবাদ

ফলোআপ

[redacted]

পিটুনিতে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

২ শিক্ষক গ্রেফতার : ব্যবস্থা নিতে স্পিকারের নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মগবাজারের নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দীপু ইসলাম মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। নিহতের মা জাহানারা বেগম বাদি হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

নির্দেশ : (পৃ: ২ ক: ১)

নির্দেশ : স্পিকারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষককে অভিযুক্ত করে এ মামলা দায়ের করা হয়। গতকালও স্কুলে কোন ক্লাস হয়নি। স্কুল খোলা থাকলেও ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। স্থানীয়দের মধ্যে শোকের পাশপাশি ক্ষোভও বিরাজ করছে। এদিকে শিক্ষিকার পিটুনিতে স্কুলছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মগবাজার ২০৬ নয়াটোলার বাসায় গিয়ে দেখা যায়, দীপুর মৃত্যুতে শোকে যেন পাথর হয়ে গেছেন বাবা-মাসহ পুরো পরিবার। ঘটনার পর থেকেই নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে শুধুই প্রলাপ বকছেন নিহতের মা জাহানারা বেগম। নিজের চোখের সামনেই মরতে দেখলেন একমাত্র ছেলেকে। কোনভাবেই যেন এটা মেনে নিতে পারছেন না তিনি। জানতে চাইলে বলেন, কিছু বলতে চাই না। আকুতি করে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনায় কোন মায়ের বুক যেন খালি না হয়। একই কথা বলেন, দীপুর তিন বোন ও বন্ধুরা। দীপুর এক বন্ধু নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানায়, পড়া না পারলে বা বন্ধুদের সঙ্গে দুষ্টুমি করলে প্রায়ই তাদের মারধর করা হয়। সেদিনও তাই ঘটেছিল, ক্লাসে নাম ডাকা হচ্ছিল; কিন্তু দীপু শুনতে না পাওয়ায় তাকে পেটানো হয় বেধড়ক। সে জানায়, খুব বেশি ভয় লাগে বড় আপাকে (প্রধান শিক্ষিকা)। একটু এদিক-সেদিক হলেই মারধর করা হয় তাদের।

তদন্ত কমিটি : দীপুর অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্তে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিনদিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ওয়াহিদুন্নবী সরকারকে প্রধান করে তিন সদস্য কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন, মতিঝিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সাঈদ।

স্পিকারের নির্দেশ : শিক্ষিকার প্রহারে স্কুলছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। গতকাল সংসদে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পয়েন্ট অফ অর্ডারে বিষয়টি উত্থাপন করলে স্পিকার এ নির্দেশনা দেন।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পয়েন্ট অফ অর্ডারে বলেন, সন্ত্রাসের কারণে সারাদেশে মানুষের জীবনের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রহারে ছাত্রছাত্রী মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। মগবাজারের নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ১২ বছরের শিশু দীপু মারা গেছে শিক্ষিকার প্রহারে।

কাদের সিদ্দিকী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রহারে কোমলমতি শিশুরা মরেই যাবে- এটা তো চলতে দেয়া যায় না। সাংবিধানিকভাবে জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের।

স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার পয়েন্ট অফ অর্ডার গ্রহণ করে বলেন, বেত্রাঘাত অপরিচিত নয়; কিন্তু মরেই যাবে এমন শোনা যায়নি।

দুই শিক্ষকের বক্তব্য : তারা দাবি করেন, দীপুকে শুধু বেত দিয়ে হাতে একটি আঘাত করা হয়েছে। বেধড়ক মারধর করার কথা তারা অস্বীকার করেন।